আসন্ন শারদীয় দূর্গাপূজা/২০১৫ কমলগঞ্জ উপজেলায় সুষ্ঠু,সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি ঃ জনাব সফিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

তারিখ ঃ ০৫ অক্টোবর ২০১৫, বুধবার।

সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ ইসলাম কমিউনিটি সেন্টার,কমলগঞ্জ।

উপস্থিত সদস্যদের নাম ও পদবীঃ **পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য**

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি বলেন আসন্ন শারদীয় দূর্গোৎসবকে কমলগঞ্জ উপজেলায় আমরা সকলে মিলে সার্বজনীন উৎসব হিসেবে পালন করতে চাই। তিনি আসন্ন শারদীয় দূর্গাপূজা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখর পরিবেশে উদ্‌যাপনের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মতামত আহবান করেন।

০২:০০ জনাব প্রমোদ দেবনাথ,সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, পতনউষার ইউনিয়ন শাখা,সভায় বলেন বিগত বৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমরোহে পূজা উদযাপিত হবে। এবার নবমী ও দশমী তিথি একই দিনে হওয়াতে হয়তো পরদিনই শোভাযাত্রা হবে। শোভাযাত্রার সময় আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনী যেন থাকে সে জন্য অনুরোধ জানান। তিনি প্রত্যেক পূজা মন্ডপে নিয়োজিত আনসার সদস্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা রাখার জন্য স্ব-স্ব মন্ডপ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

০৩.০০ জনাব প্রণীত রঞ্জন দেবনাথ, প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল, সভায় বলেন কমলগঞ্জ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ কাজেই সুন্দর,সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে আমরা আশাবাদী। তবে বিগত বছর দুই আগে শারদীয় দূর্গাপূজার সময় এক অনাকাংঙ্খিত ঘটনায় রবীন্দ্র কুমার সিংহ নামে একজন শিক্ষক নিহত হয়েছিলেন। এমন অনাকাংঙ্খিত ঘটনা যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

০৪:০০ জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন, সভাপতি,ছাত্রলীগ,কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা, সভায় বলেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মোটরসাইকেল আরোহীদের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

০৫:০০ জনাব মোঃ মোসাহিদ আলী,সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ যুবলীগ,কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা সভায় বলেন একটি কুচক্রী মহল সরকারের সুনাম নষ্টের জন্য চক্রান্ত করছে কাজেই দূর্গাপূজায় আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সকলকে সতর্ক থাকার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

০৬:০০ জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্যানেল মেয়র, কমলগঞ্জ পৌরসভা, সভায় বলেন কমলগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকজন শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করে আসছে। সকল ধর্মের লোকজন মিলে পূজার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন কমলগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় ০৫টি পূজামন্ডপ আছে। প্রত্যেকটি পূজা মন্ডপে একজন কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করবেন। আমরা সবাই মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকি। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্নভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

০৭:০০ জনাব শ্যামল চন্দ্র দাশ, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা সভায় বলেন সাধারণত বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারের মধ্যে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকে । কাজেই প্রত্যেক মন্ডপে নিজস্ব উদ্যোগে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাস্তার পাশের পূজামন্ডপগুলোতে বেশী জনসমাগম হয় ফলে যানজটসহ নানাবিধ সমস্যা হয় বিধায় রাস্তার পাশের পূজামন্ডপগুলোতে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।পূজামন্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীন নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক রাখার জন্য তিনি সকল মন্ডপ কমিটিকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন দূর্গাপূজার পাশাপাশি কালিপূজার সময় মাদকের ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে কাজেই সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

০৮.০০ জনাব মধুসুদন পাল,সভাপতি,বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা সভায় বলেন প্রত্যেক বৎসরই দূর্গাপূজায় সরকারি অনুদান দেয়া হয়। কমলগঞ্জ উপজেলায় এ এলাকার গৌরব জনাব উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ,এম.পি, সাবেক চিফ হুইপ,বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় সারা জেলার মধ্যে শ্রীমংগল ও কমলগঞ্জ উপজেলার পূজামন্ডপগুলোতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বারও সে ভাবেই পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন পূজা নির্বিঘ্ন করার জন্য পূজামন্ডপগুলোতে মহিলা আনসার নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে কিন্তু যে সকল পূজামন্ডপগুলো খোলা জায়গায় করা হয় কিংবা যথাযথ নিরাপত্তার সুযোগ কম সে সকল পূজামন্ডপে মহিলা আনসার নিয়োগ প্রদান করা হলে রাতে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টিও পূজা কমিটিকে ভাবতে হয়। কাজেই আনসার নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ভ্রাম্যমান টিম রাখার জন্য আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানান।

০৯:০০ জনাব সেলিম আহমদ চৌধুরী,চেয়ারম্যান,পতনউষার ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন কমলগঞ্জ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এলাকা। এখন পর্যন্ত এখানে কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি এবং ঘটবে না মর্মে আশা করেন। পতনউষার ইউনিয়নে ১৪টি পূজামন্ডপ স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেক পূজা কমিটিকে নিয়ে সভা করা হবে এবং সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে পূজা উদযাপন করবেন মর্মে জানান। তিনি বলেন বাংলাদেশের যেকোন স্থানের তুলনায় কমলগঞ্জের আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো।

১০:০০ জনাব মোঃ সোলেমান মিয়া,চেয়ারম্যান,ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" পূজা মন্ডপের নিরাপত্তার বিষয়টি আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আগে নিজেদের দেখতে হবে। সম্প্রতি দেশে বিদেশী হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে কাজেই সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

১১:০০ জনাব মোঃ সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া,চেয়ারম্যান,আদমপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন শারদীয় দূর্গোৎসব হয়ে উঠুক সকলের উৎসব এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

১২.০০ জনাব পুষ্প কুমার কানু,চেয়ারম্যান,মাধবপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন প্রতি বৎসরই প্রতিটি পূজামন্ডপের নিরাপত্তার জন্য আনসার ও পুলিশের পাশাপাশি উপজেলা থেকে ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করা হয়। তারা দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। মাধবপুর ইউনিয়নের ১৮টি পূজা মন্ডপের প্রতিটিকে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি/সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে প্রত্যেক পূজা মন্ডপের জন্য কার্যধারী ভলেন্টিয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি পূজা চলাকালীন লাইসেন্সধারী মদের দোকানের মদ বিক্রি নিয়ন্ত্রনে রাখার প্রয়োজনে সময় বেঁধে দেয়ার অনুরোধ জানান।তিনি বলেন নূরজাহান চা বাগানে মদ খেয়ে মাতলামির কারণে প্রায় প্রতিবৎসরই সমস্যা হয়। তিনি পূজার আয়োজনের আকার বিবেচনায় আনসার নিয়োগের অনুরোধ জানান।

১৩:০০ জনাব অজিত কুমার দাস, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা,কমলগঞ্জ সভায় বলেন, বিগত বৎসরের হিসাব অনুযায়ী পূজায় আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষার নিয়োজিত ৭০৫ জন আনসার সদস্যের মধ্যে ২৪২ জন মহিলা ছিল। তিনি বলেন আনসার নিয়োগের বিষয়টি যেহেতু কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা হয় কাজেই স্থানীয়ভাবে চাইলেও শুধুমাত্র পুরুষ আনসার সদস্য নিয়োগ সম্ভবপর নয়। তদুপরি যতটুকু সম্ভব আনসার নিয়োগের ক্ষেত্রে দাবী অনুযায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করার আশ্বাস প্রদান করেন

১৪.০০ জনাব মোঃ বদরুল হাসান,অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত)কমলগঞ্জ থানা সভায় বলেন বিগত দিনের পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে পূজায় শান্তি-শৃংঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেক পূজা মন্ডপে পুরুষ এবং মহিলা আনসারের পাশাপাশি পুলিশ থাকবে। কমলগঞ্জ উপজেলার পূজা মন্ডপগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রত্যেকটি ভাগের জন্য একটি করে মোবাইল টিম করা হবে। তিনি প্রত্যেক পূজা মন্ডপে স্বেচ্ছাসেবক টিম রাখার এবং বিদ্যুতের লোডশেডিং হলে বিকল্প আলোর ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানান। তিনি জানান নম্বরবিহীন মোটর সাইকেল যাতে চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে অচিরেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগীতা কামনা করেন। সন্দেহজনক কোন কিছু চোখে পড়লে সাথে সাথে তা পুলিশকে জানানোর অনুরোধ জানান।

১৫:০০ জনাব আব্দুল মুনিম তরফদার, কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সভায় বলেন বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের সরকার। তিনি সদ্য প্রয়াত সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মহসীন আলীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন এ এলাকা খুবই সম্প্রীতির এলাকা। জাতি,ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করে। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে অবস্থানকালীন সময়ে দেশে দুইজন বিদেশী নাগরিক হত্যা করা হয়েছে। আমরা সকলে মিলে তৎপর থাকলে আশা করি কোন সমস্যা হবে না।

১৬:০০ বেগম পারভীন আক্তার লিলি,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,কমলগঞ্জ সভায় বলেন কমলগঞ্জ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এলাকা এখানে কোন সমস্যা হবে না। তিনি বলেন পূজামন্ডপে আনসার নিয়োগের বিষয়ে অনেক বক্তা পূজামন্ডপে মহিলা আনসার নিয়োগে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন মহিলারাও এগিয়ে আসছে কাজেই মহিলারা এখন নিরাপত্তার অভাববোধ করবে কেন ? তিনি বলেন মহিলারা যখন বাড়ি থেকে বের হয় তখন তার নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেই বের হয়। তিনি সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানান।

১৭:০০ জনাব মোঃ সিদ্দেক আলী,ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,কমলগঞ্জ সভায় বলেন আশা করি পূজায় কমলগঞ্জ উপজেলায় কোন সমস্যা হবে না। তিনি বলেন প্রত্যেক পূজামন্ডপের বাইরে কিছু অস্থায়ী দোকান বসে সেই দোকানের তালিকাটি পূজা কমিটির কাছে রাখবেন। অপরিচিত কেই যাতে বসতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। প্রত্যেক পূজা মন্ডপের স্বেচ্ছাসেবকগণ যেন ভাল হয় সেভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাছাই করবেন। তিনি বলেন প্রতি বছরই আমরা প্রত্যেক পূজা মন্ডপে যাওয়ার চেষ্টা করি, আমরা যদি সকলে সতর্ক থাকি তবে সবকিছু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

১৮:০০ জনাব মোঃ রফিকুল আলম,সহকারী কমিশনার(ভূমি),কমলগঞ্জ সভায় বলেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" আমরা সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করবো। পূজা আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষায় আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রয়োজনবোধে মোবাইলকোর্ট আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত আছি আমাদের জানানোর সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯.০০ জনাব এম.মোসাদ্দেক আহমেদ মানিক,সভাপতি,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ,কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা সভায় বলেন শারদীয় দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসরই এমন সভা করা হয় এবং শারদীয় দূর্গোৎসব পালিত হয়। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে সরকার প্রতি বৎসরই নিরাপত্তা বিধান করে। সকলে যেন নিরাপধবোধ করে সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। তিনি বলেন "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" এমন ধারণা পোষণ করে সকলে মিলে যাতে উৎসব পালন করতে পারি সে বিষয়ে সকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গত বৎসর পূজায় একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছিল এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের ভাল অবস্থা নষ্ট করার জন্য কিছু দূস্কৃতিকারী তৎপর আছে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। জাতির সফলতাকে ধরে রাখতে এমন উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের জন্য ওয়ার্ড পর্যায় থেকে শুরু করে সকলের দায়িত্ব পালন করা উচিত। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবক থাকবে,স্ব-স্ব এলাকায় সকলেই তৎপর থাকবেন এবং সকলের সাথে সকলে যোগাযোগ রাখবেন। মানুষ যেন নিরাপদবোধ করে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন মোটর সাইকেলে দর্শনার্থীরা এক মন্ডপ থেকে অন্য মন্ডপে যাওয়া-আসা করে থাকে। তারা যেন উচ্ছৃংখলতা করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন জনাব উপাধ্যক্ষ মো: আব্দুস শহীদ,এম.পি,সাবেক চিফ হুইপ মহোদয় নিজে বিভিন্ন মন্ডপে যাবেন। পূজায় চাল বরাদ্দের বিষয়টি আলোচনা করে যথাসময়ে দেয়া হবে।

২০.০০ জনাব অধ্যাপক রফিকুর রহমান, চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ কমলগঞ্জ সভার শুরুতে সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন সাবধানের মার নেই। সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন কমলগঞ্জ উপজেলার ১২৩টি পূজামন্ডপের মধ্যে ১টিতেও যদি কোন দূর্ঘটনা ঘটে তবে পুরো উপজেলার বদনাম হবে। দূস্কৃতিকারীরা সব সময়ই সুযোগ খুঁজে,কাজেই সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোবাইল টিম কয়টি আছে এবং কতজন আনসার নিয়োগ দেয়া হলো তা আমাদের জানা থাকলে তারা মাঠে আছে কিনা কিংবা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকবে। তিনি বলেন যারা পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা গাণের আয়োজন করতে চান তারা প্রশাসনকে জানাতে হবে। আগে থেকেই পারমিশন নিতে হবে। সরকারী সকল নিয়মকানুন মেনেই যাত্রা করতে হবে। চেয়ারম্যানকে সাহেবদেও মতামত নিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন সরকার পূজায় সহযোগিতা করছে যারা দূর্বল তাদের জন্য। এখানে পূজা ছোট বা বড় কিংবা কাউকে বেশী বা কম দেয়ার প্রশ্ন নেই পূজা সবগুলোই সমান। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদযাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও সভায় সর্বজনাব নারায়ন পাল,সভাপতি,বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ,মুন্সিবাজার ইউনিয়ন শাখা, রসময় সিংহ,সভাপতি,বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ,আদমপুর ইউনিয়ন শাখা,বাপ্পারাজ ধর চয়ন,সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ,শমশেরনগর ইউনিয়ন শাখা,নিরঞ্জন দেব,সভাপতি,বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ইসলামপুর ইউনিয়ন শাখা,সিতাংশু রঞ্জন পাল,সভাপতি,বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ,কমলগঞ্জ ইউনিয়ন শাখা, নারায়ন মল্লিক সাগর,যগ্ন সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ,পতনউষার ইউনিয়ন শাখা,শ্যামল গোস্বামী সভাপতি,আলীনগর চা বাগান ২নং পূজা কমিটি,এম,এ,ওয়াহিদ রুলু,সভাপতি,প্রেস ক্লাব,কমলগঞ্জ এবং কুল চন্দ্র তাঁতী,সভাপতি,মৃতিংগা চা বাগান পূজা কমিটি, প্রমুখ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন।

অত:পর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

০১) পূজা চলাকালীন সময়ে যেন সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজিএম পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি, আঞ্চলিক অফিস, কমলগঞ্জকে অনুরোধ করা হয়।

০২) চা-বাগান পূজা মন্ডপগুলোতে যাত্রাগান অনুষ্ঠিত করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পটকাবাজী,মদ,গাঁজা,জুয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ এবং এ ব্যাপারে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩) সার্বিক আইন-শৃংখলার তদারকি ও পর্যবেক্ষনের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে ১জন করে কর্মকর্তা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শান্তি শৃংখলার বিঘ্ন ঘটলে তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কমলগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়।

০৪) প্রতিমা বিসর্জনের স্থান,সময় ও যে রাস্তায় প্রদক্ষিণ করা হবে তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,কমলগঞ্জ থানাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ২৩/১০/২০১৫ তারিখ বিকাল ৩- ৫ ঘটিকার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়।

০৫) প্রত্যেক পূজা মন্ডপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে পালাক্রমে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং নির্ধারিত ব্যাজ দেয়ার জন্য এবং তাদের নামের তালিকা পূজা মন্ডপে টানিয়ে রাখার জন্য উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পূজা মন্ডপ কমিটিকে অনুরোধ করা হয়। প্রত্যেক পূজা মন্ডপের পিছন দিকে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।

০৬) আইন-শৃংখলা রক্ষায় মোবাইলটিম মোতায়েনসহ পূজা মন্ডপে আনসার ও গ্রামপুলিশ স্ব-স্ব এলাকার পূজা মন্ডপে সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৭) পূজা মন্ডপগুলোতে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও প্রস্থান পৃথক রাখার জন্য পূজা মন্ডপের সভাপতি/সম্পাদককে অনুরোধ করা হয়।

০৮) নম্বর বিহীন মোটর সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ এবং ২জনের অধিক আরোহীর মোটর সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৯) উপজেলা সকল পূজা মন্ডপের আইন-শৃংঙ্খলাসহ সার্বিক অবস্থা পরিদর্শন এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০) প্রত্যেক মসজিদের ইমামগণ মসজিদে খুতবা আলোচনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন।

১১) প্রত্যেক চেয়ারম্যান,ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রতি পূজামন্ডপের পূজা কমিটি সভঅ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কমলগঞ্জ সভায় বলেন পূজাচলাকালীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ প্রদানে সচেষ্ট থাকবে তদুপরি নিজেদের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মহিলা আনসার দায়িত্ব পালন করবে তবে পুরুষ ও মহিলা আনসার নিয়োগে সমন্বয়ের চেষ্ঠা করা হবে। দায়িত্ব পালনকালে আনসারগণকে যা দেয়া হবে তাই খাবে। পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা গানের আয়োজন করলে যথানিয়মে অনুমোদন নিতে হবে এবং যাত্রার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। কোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত তা প্রশাসনের নজরে আনয়নের জন্য পূজা কমিটিগুলোকে অনুরোধ করেন। তিনি স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণকে তঁদের ইউনিয়নের পূজামন্ডপসমূহ সরেজমিন ঘুরে দেখার এবং পূজা কমিটিকে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তা প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অবহিত করার অনুরোধ জানান। জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য নিম্নে টেলিফোন নং দেয়া হলোঃ

ক্র:নং:	কর্মকর্তার পদবীঃ	টেলিফোন নংঃ
১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কমলগঞ্জ	০১৭১১-১৬৫৮১৯
২)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,কমলগঞ্জ থানা	০১৭১৩-৩৭৪৪৪১
৩)	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা,কমলগঞ্জ	০১৯৫০-৮৭২৯৯৩

পুলিশ মোবাইল টিম

মোবাইল টিম নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	কমলগঞ্জ পৌরসভা ও ৫নং কমলগঞ্জ ইউনিয়ন	জনাব মোঃ জাহিদুল হক, এস আই	০১৭৭৫-৯৫৫৯৭৮
০২	৬ নং আলীনগর ইউনিয়ন	জনাব হেলাল আহমেদ এ এস আই	০১৭২৬-১৪৫৭৯২
০৩	৭ নং আদমপুর ও ৯ নং ইসলামপুর ইউনিয়ন	জনাব ফরিদ মিয়া এসআই	০১৭১২-০৭৪১১৫
০৪	২ নং পতনঊষার ও ৪ নং শমসেরনগর ইউনিয়ন	জনাব মতিউর রহমান এসআই	০১৭১৯-২৩৪৪৮৮
০৫	১ নং রহিমপুর ও ৩ নং মুন্সিবাজার ইউনিয়ন	জনাব ফরিদ আহাম্মদ এসআই	০১৭৯৯-৮৩০৬৪৭
০৬	৮ নং মাধবপুর ইউনিয়ন	জনাব মহসিন মিজি এ এস আই	০১৭৩৬-০০০৩৪৮

অত:পর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সফিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার ।

স্মারক নংঃ-০৫.০০.৫৮৫৬.০১১.০১.০১১.১০/৮৭৬ তারিখঃ-১১/১০/২০১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ-

০১) জনাব উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ, এম,পি,সাবেক চিফ হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
০২) জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, জাতীয় সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
০৩) জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।
০৪) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কমলগঞ্জ।
০৫) ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,কমলগঞ্জ।

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ-

০৬) মেয়র,কমলগঞ্জ পৌরসভা।
০৭) চেয়ারম্যান,----------ইউ. পি. (সকল) কমলগুঞ্জ,মৌলভীবাজার ।
০৮) উপজেলা.....কর্মকর্তা,কমলগঞ্জ,মৌলভীবাজার ।
০৯) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার,পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি,কমলগঞ্জ।
১০) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,কমলগঞ্জ থানা।
১১) ব্যবস্থাপক,----------চা বাগান।
১২) জনাব/বেগম----------

---------- কমলগঞ্জ।

(সফিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার ।